দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 7 JUL 2009
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

পিএমটি ভিত্তিক কর্মশালায় শিক্ষামন্ত্রী

অসচ্ছল শিক্ষার্থীদের বেতন মওকুফ ও উপবৃত্তি দেয়া হবে

॥ ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥

মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করতে অসচ্ছল ছাত্র-ছাত্রীদের বেতন মওকুফ ও উপবৃত্তি
দেয়া হবে বলে জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী নূরুল ইসলাম নাহিদ। তিনি বলেন, আমরা চাই
সেসব পরিবারগুলোকে চিহ্নিত করতে তাদের সন্তানরা দারিদ্র্যের কারণে স্কুলে আসতে
পারে না। শিক্ষক-শিক্ষার্থী-পরিচালনা কমিটি আন্তরিকভাবে ঐক্যবদ্ধ হয়ে চেষ্টা চালালে
মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা সম্ভব বলে তিনি মত দেন। তিনি মাধ্যমিক স্তরে প্রোক্সি মিনস্
টেস্টিং (পিএমটি) ভিত্তিক উপবৃত্তি ও টিউশন কর্মসূচির অভিজ্ঞতা বিনিময় কর্মশালায় প্রধান
অতিথির বক্তৃতা করেন।

স্থানীয় সরকার ও প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী মোঃ ওয়াহিদুর রহমানের
সভাপতিত্বে কর্মশালায় সেকায়েপ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক মোঃ বদিউল আলম ও মাধ্যমিক
ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক প্রফেসর নোমান উর-রশিদ বক্তব্য রাখেন।

শিক্ষা মন্ত্রী বলেন, অশিক্ষা ও দারিদ্র্য পরস্পরকে পিছু টানে। নানা কারণে
বিপুলসংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে ঝরে যায়। বছরের শুরুতে বই কিনতে
[illegible] বছর পার হয়ে যাবার পরও সব শিশুকে স্কুলে নিতে
না পারা এবং নিতে পারলেও তার অর্ধেকের বেশি ঝরে পড়া জাতির একটি অন্যতম
ব্যর্থতা। তিনি বলেন, ঝরে পড়া রোধে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের সব শিক্ষার্থীকে নতুন
বই দেয়া হবে। এ জন্য প্রয়োজন হবে ২১ কোটি বই ছাপানো- যা সরকারের জন্য একটি
বড় চ্যালেঞ্জ।

সেকেন্ডারি এডুকেশন কোয়ালিটি এ্যান্ড অ্যাকসেস এনহ্যান্সমেন্ট প্রজেক্টের
(সেকায়েপ) মাধ্যমে দু'টি পর্যায়ে ২০০৯ ও ২০১০ শিক্ষাবর্ষে দেশের ১২১ টি উপজেলায়
উপবৃত্তি ও টিউশন ফি প্রদান কর্মসূচি চলছে। শিক্ষার মান উন্নয়ন, বিভিন্ন স্তরের শিক্ষণ
মান রীতিবদ্ধভাবে পরিবীক্ষণ করা ও মাধ্যমিক স্তরের সকল শিক্ষার্থীর জন্য সমতা ভিত্তিক
অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা এ প্রকল্পের অন্যতম উদ্দেশ্য।

এ প্রকল্পের অধীনে নির্বাচিত অসচ্ছল শিক্ষার্থীরা ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে মাসে ১০০ টাকা, ৭ম
শ্রেণীতে ১২৫ টাকা, ৮ম শ্রেণীতে ১৬০ টাকা, ৯ম শ্রেণীতে ১৮০ টাকা ও ১০ম শ্রেণীতে
২০০ টাকা হারে উপবৃত্তি পাবে। টিউশন ফি হিসাবে ৬ষ্ঠ থেকে ৮ম শ্রেণীর জন্য ১৫ টাকা
ও ৯ম-১০ম শ্রেণীর জন্য ২০ টাকা পাবে।